অভিষেকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তৃণমূল-ত্যাগ খড়্গপুরের প্রদীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অভিষেক ব্যানার্জিকে কাঠগোড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ভুয়সী প্রশংসা করে তৃণমূল ছাড়লেন খড়্গপুরের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ সরকার। সাংবাদিকদের তিনি জানান, রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে ভালো কাজ হচ্ছে। খড়্গপুর শহরেরও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ করছেন দিলীপ ঘোষ।

প্রদীপ সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা হল, শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন ভোটের সময় আমরা পরস্পর লড়াই করব, কিন্তু তারপর সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নয়ন করব। এই সরকার ভালো কাজ করছে, উন্নয়নের স্বার্থে তাদের পাশে থাকা আমাদের কর্তব্য। সেজন্য আমি আজ তৃণমূলের সমস্ত পথ থেকে পদত্যাগ করলাম। তবে হ্যাঁ এক্ষুনি কাউন্সিলর পদ থেকে সরে যাচ্ছি না। কারণ, এখন জনকল্যাণ শিবির

চলছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের বিভিন্ন রকম শংসাপত্র প্রয়োজন হচ্ছে। তাই আর কিছুদিন পরে কাউন্সিলর পদ থেকেও পদত্যাগ করব। আমার সিদ্ধান্ত আমি দলকে জানিয়ে দিয়েছি।'

সাংবাদিকদের টেনে বলেন, 'তৃণমূলে থেকে মানুষের উন্নয়ন করা আর সম্ভব নয়। মানুষ তৃণমূলকে ত্যাগ করেছে। তাই তৃণমূলে থেকে মানুষের জন্য আর কাজ করা সম্ভব হবে না। যে কাজটা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হচ্ছে তাতে তৃণমূলে থেকে সেই উন্নয়নের পাশে দাঁড়ানো কখনওই সম্ভব নয়। তাই দলের কাছে আমি অব্যাহতি চেয়েছি। এতদিন তৃণমূল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আর না। খড়্গপুরের বাসিন্দা হিসেবে এই শহরকে আমরা ভালোবাসি। শুভেন্দু অধিকার দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে খড়্গপুরে যে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে তাতে সামিল হওয়া বা সমর্থন করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, '২০২২ সালে আমাকে হঠাৎ খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে আমাকে অপমান করার পিছনে অভিষেক ব্যানার্জি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময়ও সাংসদ জুন মালিয়া এবং আমাকে একাধিকবার অপমান করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে অভিষেক ব্যানার্জিকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনও রকম কর্ণপাত করেননি। তাছাড়া এবারের বিধানসভা নির্বাচনে খড়্গপুর কেন্দ্রে আমি প্রার্থী ছিলাম, আমার প্রতি দলের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অভিষেক ব্যানার্জিকে সেই সমস্ত বিষয় জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। যে দলে বিচার পাওয়া যায় না সেই দল আমি করব কেন? সেই দলে থেকে নিজেকে আর অপমানিত করতে চাই না। চেয়ারম্যান ও বিধায়ক থাকাকালীন খড়্গপুর শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। তারপরেও চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে সরানো হয়েছে। কিন্তু কেন সরানো হয়েছে তার কারণ আমি জানতে পারিনি। এবার সুজয় হাজরাকে খড়্গপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি খড়্গপুর শহরের কী বোঝেন জানি না। এভাবেই আমাকে বারবার অপমান করা হয়েছে। এছাড়াও, মেদিনীপুর-খড়্গপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে আমাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার বসার কোনও চেয়ার নেই, কোনও কাগজপত্রে এখনও পর্যন্ত সই করতে পারিনি। এরকম নানা ভাবে ২০২১ সাল থেকে আমাকে অপমান করা হচ্ছে।'

তা হলে কি আপনি বিজেপিতে যেতে চান? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতি ছাড়ছি না। মানুষের কাজ করতে চাই। আগামী দিনে কোনও দল যদি মনে করে আমাকে দিয়ে কাজ করাবে তা হলে আমি সেই দলে অবশ্যই নিজেকে সামিল করব।'

কাটমানির অভিযোগ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি প্রকল্পে পাকা ঘর পাইয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হাজার হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। অবশেষে কাটমানি দিয়েও পাকা ঘরের সুবিধা না-মেলায় বুধবার সকাল থেকেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌলতপুর এলাকার বাড়ি ঘেরাও করে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখালেন অসংখ্য উপভোক্তারা। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা। বুধবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়াই ইংরেজবাজার ব্লকের কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌলতপুর এলাকায়। যদি এদিন কাজলদিঘি ও দৌলতপুর গ্রামের শতাধিক উপভোক্তা কাটমানি ফেরতের দাবিতে ওই সুপারভাইজারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কাটমানি না-দিলে তাদের পরের কিস্তির টাকা আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না বলে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয় বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, দৌলতপুর এবং কাজলদিঘি গ্রামের অন্তত সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ পরিবারের বসবাস। এই গ্রামের অধিকাংশ পরিবার পেশায় দিনমজুর এবং মৎস্যজীবী। এইসব গ্রামের প্রকৃত উপভোক্তারা বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে ২০২২ সালে আবেদন করেছিলেন। এরপর যথারীতি বাড়ি করার ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির টাকা পান শতাধিক উপভোক্তারা। কিন্তু এরপর দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তি টাকার অ্যাকাউন্টে ঢোকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসংখ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সুপারভাইজার প্রদীপ হালদারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃত উপভোক্তারা এই প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি বলে দাবি করেন। রাজ্যে সরকার ক্ষমতার পালাবদল হতেই অবশেষে এদিন অসংখ্য মহিলারা ওই সুপারভাইজারের বাড়ির সামনে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এবং অবস্থান শুরু করে দেন। উত্তেজনা বাড়তে দেখেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। যদিও পরে পুলিশি

হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন বিক্ষোভকারী মামনি পাল, রহিমা খাতুন, সেলিম শেখদের অভিযোগ, 'কাটমানি না-দিলে পাকা বাড়ি প্রকল্পের টাকা মিলবে না এমনটাই আমাদের মতো অসংখ্য উপভোক্তাদের জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সুপারভাইজার। কেউ ১০ হাজার, কেউ ১৫ হাজার, আবার কেউ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি দিয়েছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আর মেলেনি। যেহেতু এতদিন ক্ষমতায় তৃণমূল ছিল এবং কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে, যার ফলে ভয়ে গ্রামের উপভোক্তারা মুখ খোলার সাহস পাচ্ছিল না। রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই বিভিন্ন জায়গায় যেমন আন্দোলন শুরু হয়েছে।'

এদিকেই এই ঘটনাকে ঘিরে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় এলাকার বিজেপি দলের নির্বাচিত সদস্য অসীম বারুই বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসব সরকারি কাজের জন্য তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নিজেদের পছন্দের সুপারভাইজার তৈরি করে এইভাবে কাটমানি তোলার কাজ এতদিন চালিয়ে এসেছে। প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি টাকা পায়নি। তৃণমূল পরিচালিত কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

যদিও ঘটনার পর থেকে মোবাইলের সুইচ অফ করে গা ঢাকা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার প্রদীপ হালদার। যদিও এই ঘটনার পর ওই সুপারভাইজারের বাবা আদিত্য হালদার পালটা দাবি করে বলেছেন, তঁর ছেলে নির্দোষ। তাঁকে ষড়যন্ত্র করেই ফাঁসানো হচ্ছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ ধৃত, লাড্ডু বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মণ্ডল গ্রেপ্তার হতেই লাড্ডু বিলি শুরু হল বসিরহাটে। এদিন শাহানুর মণ্ডলকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শাহানুর মণ্ডলকে বুধবার সকালে সাকচুড়া বাজার এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টিম তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে টাকিতে বেআইনি ভাবে জোরপূর্বক জমি দখল করা। ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগ করা হয়েছিল। টাকির জমিদার বাড়িগুলোর পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে রয়েছে।

অন্যদিকে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট ২০২২ সালে

পুরসভা পরবর্তী হিংসা ভয় আতঙ্ক পরিবেশ তৈরি করা নিয়ে বেস কয়েকটা লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকালবেলা তাকে বাড়ি থেকে একশো মিটার দূরে টাকি রোডের ধারে সাকসূড়া বাজার এলাকার থেকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টিম। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী ড. শৌর্য ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিনের ত্রাস এই শাহানুর, অবৈধ চোরাচালানকারী, পাচার, তোলাবাজ, মাফিয়া ও গুন্ডামির অভিযোগ আছে। তার গ্রেপ্তার হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর।

জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের অন্যান্যদের মতো এবার জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা চাইলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ইমেলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি।

রাজ্যের মন্ত্রী ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ইমেল মারফত পদত্যাগপত্র পাঠান রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ২০২১ সালের ৯ অগস্ট থেকে টানা দু'বার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সম্প্রতি তৃতীয়বারের জন্যও জেলা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাইয়া যায়নি। বর্ধমান জেলা তৃণমূলের নতুন সভাপতি কে হবেন সেটাও এখনও ঘোষণা হয়নি। মে মাসের ৪ তারিখে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর তৃণমূলের হারের পর থেকেই একের পর এক দলীয় কর্মী দল ছেড়ে গিয়েছেন। এবার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতিও পদ ছাড়লেন। স্বাভাবিক ভাবেই দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে এখন জোর জল্পনা, জেলার সভাপতিকে হবে তা নিয়ে। তবে আগামী জেলা সভাপতি কাকে ঘোষণা করা হয় এখন নেতৃত্বের দিকেই সকলে তাকিয়ে বসে।

SBI
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল
মিউনিসিপ্যাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

RASMECCC/2026 27/224 তারিখ : ০৪.০৬.২০২৬

বিক্রয় নোটিশ

(পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ভেহিকেল এর বিক্রয় কার্যকর করার পূর্বে ঋণগ্রহীতার প্রতি পত্র)

শ্রীমতি শেফালি ব্যানার্জি
স্বামী সীতারাম ব্যানার্জি, ভবানী ঠাকুর লেন, বি সি রোড, উত্তর ফটক (ওয়ার্ড নং ২৯) পো : রাজবাটী, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০৪

শ্রীমতি শেফালি ব্যানার্জি
(স্বামী সীতারাম ব্যানার্জি) প্রযত্নে রবীন পাল, ঘোড়দুরচটি, গোপালনগর, পো - শ্রীপল্লি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩১০৩

প্রিয় মহাশয়,

বিষয় : বিক্রয় নোটিশ -লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৫৫০১৪২৮৩৫

আপনার ক্যাপিটেন লোন অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত আমাদের পূর্বের নোটিশগুলি সম্পর্কিত।
আপনার সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নং **ডব্লুবি ৪২ বিজে ৮৫৮৬** লোন পরিমাণ অধীনে ক্রয়করা- এর পুনর্দখল নিয়েছে।

২. একাধিক সময়ে বারবার তাগাদা/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাঙ্ক ভেহিকেল পুনরায় দখল নিয়েছে, লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী বকেয়া উশুলের জন্য ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ভেহিকেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৭ দিন অতিক্রান্তে অব্যবহিতভাবে ব্যাঙ্ক সাধারণ নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তি বা অন্যকোনওভাবে ব্যাঙ্কের নিকট গ্রহণযোগ্য মতে মূল্যের বিনিময়ে ভেহিকেল বিক্রি করা হবে। আপনাকে শেষবারের মতো বকেয়া এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক সহ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ব্যর্থ হলে লোন অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া উশুলের জন্য ভেহিকেল বিক্রি করবে। কোনও কারণে ভেহিকেল বিক্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া সমুদয় পরিমাণ উশুল না হয় তবে অবশিষ্ট পরিমাণ আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট লোন অ্যাকাউন্ট অধীনে এবং আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ আদায় দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বা/
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

খবর ও বিধায়কের হস্তক্ষেপে মুক্ত বৈধ বালির ট্রাক্টর, তোলাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনি ভাবে পাচার করা হচ্ছে বালি, এই অভিযোগ তুলে কাঁকসার শোকনা গ্রামে প্রায় ৩০টিরও বেশি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে রাখে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা অভিযোগ তোলে সমস্ত ট্রাক্টরের বোঝাই করা বালি অবৈধ। এরপরই ট্রাক্টরের মালিক ও চালকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বৈধ চালান থাকলেও দিতে হবে টাকা এমনই দাবি করে গ্রামের বেশ কিছু মদ্যপ যুবক। টাকা না-দেওয়ায় বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই ঘটনার বিষয়ে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় ট্রাক্টরের মালিকরা।

অন্যদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শোকনা গ্রামে ট্রাক্টর আটকে রেখে গ্রামের মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একাধিকারীকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ৩০টিরও বেশি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও কেন টাকা দিতে হবে সেই দাবি নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ট্রাক্টরের মালিকরা। ট্রাক্টরের মালিকরা জানান, ট্রাক্টর ছাড়ার বিষয়ে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে নানান অজুহাত দেখাতে থাকে। সেই খবর সম্প্রচার হতেই ঘটনার বিষয়ে জেনে সমস্যা মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই। তার নির্দেশে এক প্রতিনিধি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে সঠিক নিয়ম ও কাগজ খতিয়ে দেখে ট্রাক্টরগুলি ছাড়ার ব্যবস্থা করেন।

বুধবার কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে ট্রাক্টরের মালিকদের ডেকে প্রায় ২৬টি ট্রাক্টর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বাকি ট্রাক্টরগুলির কাগজ খতিয়ে দেখে সেগুলিও ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় দুর্গাপুর পশ্চিম বিধাসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লক্ষণ ঘরুইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাক্টরের মালিকরা। তারা জানিয়েছেন, তাদের বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও তাদের চোর অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল। তার থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া গিয়েছে।

অন্যদিকে আগামী দিনে তাদের ওপর হামলা হলে প্রশাসন বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এলাকায় রাজু আঁকুরে নামের এক রাজনৈতিক নেতা রয়েছে সে গ্রামের কিছু মানুষকে নেশা করিয়ে তাদের গাড়িগুলি আটকে রাখে। এমনকি তাদের ওপর কোনও বড় নেতার হাত রয়েছে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। তবে তারা কোন দলের সেটা স্পষ্ট করে কেউ কিছু জানায়নি। যার কারণে ট্রাক্টরের মালিকদের চোর অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল। বিধায়ক ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ তারা মুক্ত হল।

তবে ট্রাক্টরের মালিকদের অভিযোগ, বালিঘাট থেকে বৈধ ভাবে বালি কিনলেও তাদের কাছে সরকারের বেঁধে দেওয়া বালির দামের থেকেও বেশি দামে বালি কিনতে হচ্ছে। প্রশাসন সেটা আগে ভালো করে দেখুক।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তৃণমূল ব্লক সভাপতির ভাই ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বারাবনি বিধানসভার তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা বারাবনির পঞ্চায়েত সভাপতি অসিত সিংয়ের ভাই ইন্দ্রজিৎ সিং ওরফে পিন্টুকে গ্রেপ্তার করল বারাবনি থানার পুলিশ।

২০২১-এ ভোট পরবর্তী

হিংসার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস-সহ একাধিক অভিযোগ হয় বারাবনি থানায়। বুধবার বাড়াবনি থানার পুলিশ পিন্টু সিংকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজত চেয়ে আসানসোল আদালতে পেশ করে। বারাবনির বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় বলেন, শুধু ভোট পরবর্তী হিংসা নয়। কারণে অকারণে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি, বিগত একাধিক ভোটে বুথ লুঠ, বিজেপি প্রার্থীকে হুমকি, ভয় দেখিয়ে প্রার্থী পথ প্রত্যাহার করানো ছাড়াও গোটা বারাবনি এলাকা জুড়ে সিন্ডিকেট রাজ সৃষ্টি করেছিল ইন্দ্রজিৎ।

'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাপ্রশিক্ষণ অভিযান' বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দলীয় ভাবধারা, নীতি ও সাংগঠনিক কাঠামোকে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে চার জেলার প্রায় ৩২০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র-সহ চার জেলার একাধিক নেতা ও পদাধিকারী।

মোদীর সামনে যোগায় অংশগ্রহণ বিষ্ণুপুরের মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ ৪ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত ভারতের আমেদাবাদ 'একা এরিনা'তে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ৭০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৫২২ জন অ্যাথলেট অংশগ্রহণ করেন। যোগাসন ভারত', 'ওয়ার্ল্ড যোগাসন' এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন যৌথ ভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ট্র্যাডিশনাল যোগাসন, আর্টিস্টিক সিঙ্গেল, আর্টিস্টিক পেয়ার, আর্টিস্টিক গ্রুপ এবং রিদমিক পেয়ারের মতো ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিনে অ্যাথলেটেরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

আর্টিস্টিক সিঙ্গেলে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মড়ার সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সম্পূর্ণা শীল ৭৭ টি দেশকে হারিয়ে গোল্ড মেডেল যেতে এবং আর্টিস্টিক গ্রুপে সিলভার মেডেল যেতে সম্পূর্ণা শীল। তারই সাফল্যে গর্বিত তার গ্রাম মড়ার এক নম্বর ক্যাম্প-সহ মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর এবং সমগ্র লালমাটির জেলা বাঁকুড়া।

জানা যায় সম্পূর্ণা শীল ছোট থেকেই যোগ ব্যায়াম করতে পারদর্শী। তারএই প্রতিভা নজরে আছেন তার বাবা-মায়ের। তার বাবা-মা তাকে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন কোচিংয়ে ভর্তি করে। সম্প্রতি সময়ে জেলাভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতায় পার্টিসিপেট করে সম্পূর্ণা শীল। সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করে। এরপর রাজ্য স্তরে যোগ ব্যায়ামের পার্টিসিপেট করে সেখানেও সাফল্যতা অর্জন করে এবং প্রথম স্থান অর্জন

করে। এরপরে দিল্লিতে তাকে ডাকা হয় প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে সিলেকশনের জন্য। সেখানে জাজেদের সিলেকশন তালিকা জায়গা করে নেয় সম্পূর্ণা। অল বেঙ্গল যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এই দলের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সম্পূর্ণা। সেখানেই তার একের পর এক সাফল্য। আর্টিস্টিক সিঙ্গেলে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পায় সম্পূর্ণা এবং আর্টিস্টিক গ্রুপে পাঁচজন অ্যাথলেট মিলে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রুপোর পদক জিতে নেয়।

এই জয় লাভের পর মঙ্গলবার বিকেলে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামে সম্পূর্ণা। সেখানেই তার জন্য বাদ্যযন্ত্র এবং ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সম্পূর্ণার গ্রামের মানুষ-সহ এলাকার হাজার হাজার মানুষ। তাকে বরণ করে নিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর মিছিল করে তার গ্রামে পৌঁছয়। সেখানে তাকে নিয়ে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে গ্রামবাসীরা। রীতিমতো উৎসবের চেহারা তার গ্রাম জুড়ে। সম্পূর্ণার এই ঐতিহাসিক জয় খুশি তার গ্রামবাসীরা।

সম্পূর্ণার বাবা পেশায় গাড়ি চালক মা গৃহবধূ অভাবের সংসার কোনও মতে অর্থ উপার্জন করে মেয়ের এই স্বপ্ন পূরণ করে চলেছে তারা। তার এই সাফল্যের পরেই ডাক পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সামনে যোগ প্রদর্শনী করা। আগামী একুশে জুন বিশ্ব যোগা দিবসে কলকাতায় থাকছে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই যোগ দিবস পালন করা হবে এখানেই সম্পূর্ণাকে ডাকা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সামনে যোগ প্রদর্শনী করার জন্য। সোনা এবং রুপোর পদক জেতার পরে প্রধানমন্ত্রীর সামনে তার এই প্রতিভা দেখাতে পারবে এই ভেবেই খুশি সম্পূর্ণা এবং তার পরিবারের লোকজন।

SBI
এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১০৩,
ইমেল : sbi 64202@sbi co in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৩.০৩.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মৃন্ময় ঢোল পিতা উত্তম ঢোল** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩০,৯২,১৫৯ টাকা (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ উনষাট টাকা) এবং ০৮.০৩.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার/প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)** নিকট বকেয়া **৩০, ৯২,১৫৯ টাকা (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হা